ধানের ফলন ব্যবধান দূরীকরণ

ভাল বীজ ব্যবহার করে ১০-১২ ভাগ ফলন বৃদ্ধি

ফ্যাক্ট শীটঃ ধানের ফলন ব্যবধান

উপযুক্ত জাত নির্বাচন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলো ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। আপনার এলাকা, মাটি, পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপযোগী সঠিক জাত নির্বাচন করুন। লক্ষ্য রাখবেন একই এলাকায় মাত্র এক-দুটি জাত চাষ না করে অনেকগুলো জাত আবাদ করা চাই। এতে করে রোগ-বালাই এবং প্রতিকূল আবহাওয়া মোকাবেলা করা সহজ।

ভাল মানের বীজ ব্যবহার

ভাল বীজ বেশী ফলনের ভিত্তি। পরিপুষ্ট, মিশ্রণমুক্ত, রোগ-জীবাণু মুক্ত এবং অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার করা ভাল। আপনি নিজেই ভাল মানের বীজ বাছাই করে বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার করতে পারেন।

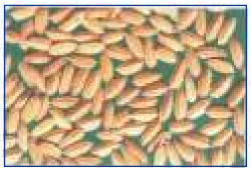

চিত্র: ভাল বীজ

চারা উৎপাদন

সুস্থ-সবল চারা পেতে হলে আদর্শ বীজতলা তৈরি করবেন। প্রতি শতাংশ বীজতলায় ৩-৩.৫ কেজি বীজ ফেলতে হবে। বোরো মৌসুমে জাত ভেদে ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা চাই। স্বল্প জীবন কাল সম্পন্ন জাতের চারার বয়স কিছুটা কম হবে। স্বাস্থ্যবান চারার জন্য বীজতলায় পর্যাপ্ত সার ও পানির ব্যবস্থাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথারীতি করবেন।

চিত্র: আদর্শ বীজতলা

জমি তৈরি ও রোপণ

২৫ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারির মধ্যে রোপণ সম্পন্ন করবেন। গোছাপ্রতি ২-৩টি চারা ১৫x২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করবেন। উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে, যাতে আগাছা ও খড়কুটো ভাল ভাবে পচে যায়। রোপণের পূর্বে জমি সমতল হওয়া চাই। কেননা এতে সার ও পানির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং আগাছা কম হবে। সমতল জমিতে একই সময়ে ফসল পাকবে যা সামগ্রিকভাবে ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক।

চিত্র: জমি চাষ

সার ব্যবস্থাপনা

কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রচুর পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। বিশেষত মাটির উর্বরতার মান, ধানের জাত ও তার জীবনকাল এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখবেন। তাছাড়া সার প্রয়োগের সঠিক সময় ও ব্যবস্থাপনাও গুরুত্বপূর্ণ।

কম উর্বর জমিতে বোরো ধানে সারের মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি নিচে দেখানো হলো ঃ

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/বিঘা)	শেষ চাষের সময় (কেজি/বিঘা)	উপরি প্রয়োগ (রোপণের পর)		
			১৫ দিন পর	৩০ দিন পর	৪৫ দিন পর
জৈব সার	১৩২০	১৩২০	-	-	-
টিএসপি	১০	১০	-	-	-
এমপি	১০	১০	-	-	-
গন্ধক (জিপসাম	৭	৭	-	-	-
দস্তা (জিংক)	০.৩৬	০.৩৬	-	-	-
ইউরিয়া	৩৬	-	১২	১২	১২

আরো তথ্যের জন্য ঃ
ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, ফলিত গবেষণা বিভাগ,
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১ ই-মেইল ঃ ardbrri@dhaka.net

ধানের ফলন ব্যবধান দূরীকরণ

(চলমান)

ভাল বীজ ব্যবহার করে ১০-১২ ভাগ ফলন বৃদ্ধি

ইউরিয়া সার প্রয়োগে লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করবেন ।

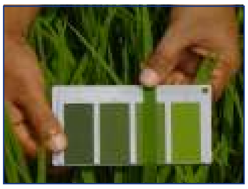

চিত্রঃ এলসিসি ব্যবহার

পানি ও আগাছা ব্যবস্থাপনা

রোপণ থেকে শুরু করে কাইচ থোড় আসা পর্যন্ত জমিতে প্রয়োজনীয় পানি রাখা ভাল । কাইচ থোড় আসা আরম্ভ হলে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে । আবার ধানের দানা শক্ত হওয়া শুরু করলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে । উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা আবশ্যক যাতে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ।

ধানের জমিতে স্বল্প পরিমাণ পানি থাকলে আগাছার উপদ্রব বেশী হতে পারে এবং এতে আগাছা দমন খরচ বেশী হতে পারে । আলো, পানি ও পুষ্টির জন্য আগাছা ধান গাছের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এজন্য জমি আগাছা মুক্ত রাখা চাই । বোরো মৌসুমে রোপণের পর অন্তত ৪০-৫০ দিন জমি আগাছা মুক্ত রাখা দরকার । এজন্য প্রয়োজনে আগাছা নাশক ব্যবহার করা যেতে পারে ।

চিত্রঃ আগাছা দমন

কীটপতঙ্গ ও রোগ-বালাই দমন

অন্যান্য সকল পরিচর্যা যথারীতি করা সত্ত্বেও কীট-পতঙ্গ ও রোগ-বালাই ধানের ফলন ব্যাপক ভাবে কমিয়ে দিতে পারে । সেজন্য সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা দরকার । বোরো মৌসুমে ক্ষতিকর পোকার আক্রমণে ১৩-১৪ ভাগ ফলনহানি হতে পারে ।

চিত্রঃ ধানে পোকার আক্রমণ

ফসল কাটা ও ফলনোত্তর কার্যক্রম

ধানের ছড়ার উপরের দিকে শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলেই ধান পেকেছে বলে বুঝতে হবে এবং বিলম্ব না করেই ধান কাটতে হবে । অন্যথায় ফলন হ্রাস পাবে । কাটার পর মাড়াই যন্ত্র দিয়ে মাড়াই করা সহজ । পরিষ্কার জায়গায় ধান মাড়াই করা উচিত । ধান মাড়াই করার পর ভালভাবে শুকিয়ে এবং ঝেড়ে সংরক্ষণ করা বা বাজারজাত করা দরকার । আমাদের দেশে গড়ে শতকরা ১২-১৩ ভাগ ফসলহানি ঘটে ফলনোত্তর পর্যায়ে ।

চিত্রঃ যন্ত্রের সাহায্যে ধান কাটা

ধান চাষে আয়-ব্যয়

ব্রি-র সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে ভাল আবাদ হলে ধান চাষে বিঘাপ্রতি ১৫০০ টাকার বেশী আয় করা সম্ভব ।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, ফলিত গবেষণা বিভাগ,
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১ ই-মেইল ঃ ardbrri@dhaka.net

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট